সূরা আল্ হাদীদ-৫৭

(হিজরতের পরে অবতীর্ণ)

অবতীর্ণ হওয়ার সময়ও প্রসঙ্গ

এই সূরা থেকে সূরা 'তাহ্রীম' পর্যন্ত দশটি সূরা মদীনায় অবতীর্ণ সূরাগুলোরে শেষ দশ সূরা। সেই শেষ দশের প্রথম সূরা এটি। এই সূরা মক্কা-বিজয় কিংবা হুদায়বিয়ার সন্ধির পরে অবতীর্ণ হয়েছিল। ১১নং আয়াতে যে 'আল্ ফাত্হ' বা বিজয়ের উল্লেখ রয়েছে, তা মক্কা-বিজয়কে এবং কারো কারো মতে হুদায়বিয়ার সন্ধিকে বুঝিয়েছে। সূরা 'মুহাম্মদ', সূরা 'ফাত্হ' এবং সূরা হুজুরাত-এই তিনটি মাদানী সূরা ছাড়া সূরা 'সাবা' থেকে আরম্ভ করে পূর্ববর্তী সূরা 'ওয়াকে'আ পর্যন্ত সবগুলোই মক্কী সূরা, যেগুলোতে মক্কা সম্বন্ধীয় বিষয়াদির আলোচনা সম্পূর্ণ করা হয়েছে। এই সূরা থেকে পূর্ববর্তী সূরা 'তাহ্রীম' পর্যন্ত দশটি মাদানী সূরার একটি নূতন সারি। পূর্ববর্তী সূরাতে বলা হয়েছে, কুরআনের শিক্ষাসমূহ প্রকৃতির নিয়ম-বিধির সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং মানুষের বিবেক, প্রকৃতি, যুক্তি ও সাধারণ বুদ্ধির সাথে পুরাপুরি সঙ্গতিপূর্ণ। আল্লাহ্র দুটি বিশেষ গুণের উল্লেখ করে এই সূরা আরম্ভ হয়েছে। তিনি মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়। যিনি পরম প্রজ্ঞাময় ও মহাপরাক্রমশালী তিনি স্বভাবতই এমন কিতাব অবতীর্ণ করবেন যার শিক্ষা ও উপদেশমালা প্রকৃতি-বিধানের সাথে এবং মানব-বিবেক ও মানব-যুক্তির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে।

বিষয়বস্তু

পূর্ববর্তী সাতটি সূরাতে বিশেষভাবে সূরা 'কামর', সূরা 'রাহ্মান' ও সূরা 'ওয়াকে'অতে রূপকের ভাষায় অত্যন্ত জোরের সাথে বার বার ঘোষণা করা হয়েছে, হযরত নবী করীম (সাঃ) এর মাধ্যমে শীঘ্রই তাঁর জাতির মধ্যে পরিবর্তন তথা একটি পুনরুত্থান সাধিত হবে। যে জাতি শত শত বৎসর নৈতিক আবর্জনার আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত ছিল, সভ্য সমাজের সাথে যে জাতির কোন সম্পর্ক ছিল না এবং যাদেরকে অপাংক্তেয় নীচ জাতি বলে মনে করা হতো সেই জাতিই মহানবী(সাঃ) এর সংস্পর্শে এসে ভবিষ্যৎ সভ্যতার ধ্বজাধারী হবে। এই সূরাতে বলা হয়েছে, সেই অবহেলিত আরব জাতির অস্বাভাবিক উন্নতি ও অপরিমেয় সামর্থ্য অর্জনের শুভদিন আরম্ভ হয়ে গিয়েছে, মিথ্যার উপর সত্যের বিজয়ের দিন সমাগত হয়েছে। কিন্তু ঐ কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য কতগুলো অত্যাবশ্যকীয় পূর্বশর্ত পূরণ করা প্রয়োজন। ইসলামের আদর্শের প্রতি মুসলমানদের অটল বিশ্বাস ও অবিচল আস্থা থাকতে হবে এবং ইসলামের খাতিরে ধন, মান ও প্রাণ উৎসর্গ করতে দ্বিধাহীনভাবে প্রস্তুত থাকতে হবে। অতঃপর মু'মিনদেরকে বলা হয়েছে, তারা যখন শক্তি ও সম্পদের অধিকারী হয়ে যাবে তখন যেন নৈতিক আদর্শগুলোকে অবহেলা করে দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী সুখ-ভোগের প্রতি ঝুঁকে না পড়ে। আরও বলা হয়েছে, আদিকাল থেকে আল্লাহ্র রসূলগণ ক্রমাগতভাবে পৃথিবীতে আগমন করছেন। তাঁরা মানুষকে তার আসল গন্তব্যের দিকে অর্থাৎ আল্লাহ্র ভালবাসা অর্জনের দিকে পরিচালিত করে আসছেন। তবে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি পেতে হলে পার্থিবতা সম্পূর্ণ বর্জন করতে হবে। খৃষ্টানদের অভিমতকে খণ্ডন করে বলা হয়েছে, আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য সংসারত্যাগী হওয়ার প্রয়োজন নেই বরং আল্লাহ্ মানুষকে যে সব স্বাভাবিক শক্তি ও বৃত্তি দ্বারা ভূষিত করেছেন এবং সেগুলোর ব্যবহারের জন্য যে সব কিছু সৃষ্টি করছেন, সেই গুলোর ন্যায্য সদ্ব্যবহার দ্বারাই আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করা সম্ভব।

★ [এ সূরাতেই এ মহান আয়াত রয়েছে যার মাধ্যমে প্রমাণিত হয় হযরত রসূলুল্লাহ্ (সা:) এর কাছে আল্লাহ্ তাআলা এ বিষয়টি সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন, জান্নাত ও জাহান্নামের বাহ্যিক ধারণা সঠিক নয়। তাই ২২ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তাআলার ক্ষমা ও তাঁর সেই জান্নাতের দিকে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে তোমরা একে অন্যকে ছাড়িয়ে যেতে চেষ্টা কর, যে জান্নাতের বিস্তৃতি পৃথিবী ও আকাশ জুড়ে পরিব্যাপ্ত। হযরত মুহাম্মদ (সা:) যখন এ আয়াত পাঠ করেন তখন এক সাহাবী (রা:) প্রশ্ন করেন, হে রসূলুল্লাহ্! জান্নাত যদি সারা বিশ্বজগতে পরিব্যপ্ত হয়ে থাকে তাহলে জাহান্নাম কোথায়? তিনি (সা:) বলেন, তাও সেখানেই থাকবে, অর্থাৎ এ বিশ্বজগতের বিস্তৃতির মাঝেই যেখানে জান্নাত বিদ্যমান রয়েছে সেখানেই জাহান্নামও থাকবে। কিন্তু এটি কিভাবে হবে তা তোমরা অনুধাবন করতে পারছ না। একই জায়গায় জান্নাত ও জাহান্নাম সহাবস্থান করছে এবং একটির সাথে অন্যটির কোন সম্পর্কই নেই। এ থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়, রসূলুল্লাহ্ (সা:)কে সেই যুগে এক Relativity এর (অর্থাৎ আপেক্ষিকতার) ধারণা দান করা হয়েছিল। অর্থাৎ একই জায়গায় অবস্থান করা সত্ত্বেও Dimension (অর্থাৎ বিস্তার, আয়তন, মাপ ইত্যাদি) পরিবর্তন হয়ে গেলে দুটি বস্তুর মাঝে কোন পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত থাকে না।

এ সূরার কেন্দ্রীয় আয়াত হলো সেটি, যেখানে ঘোষণা দেয়া হয়েছে যে সাধারণ মানুষ 'নুযূল' (অর্থাৎ অবতরণ) শব্দটির যে অর্থ করে থাকে তদনুযায়ী ধরে নিতে হবে লোহা আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়। অথচ লোহা মাটির গভীর থেকে খনন করে বের করা হয়ে থাকে। এ আয়াত থেকে 'নুযূল' শব্দটির প্রকৃত অর্থ জানা যায়। যেসব জিনিষ নিজেদের সত্তায় সবচেয়ে বেশি কল্যাণকর সেসব কিছুর জন্য কুরআন করীমে 'নুযূল' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। অতএব এ প্রেক্ষাপটে গবাদিপশু সম্পর্কেও 'নুযূল' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। পোষাক সম্পর্কেও 'নুযূল' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা হলো হযরত মুহাম্মদ (সা:) সম্পর্কেও বলা হয়েছে, 'কাদ্ আনযালাল্লাহু ইলায়কুম যিক্রার রসূলান' অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি মূর্তিমান 'যিক্রে ইলাহী' (অর্থাৎ আল্লাহ্কে স্মরণ করা) রসূল অবতীর্ণ করেছেন (সূরা তালাক: ১১-১২)। সব আলেম একমত, তিনি (সা:) সশরীরে আকাশ থেকে অবতীর্ণ হননি। অতএব 'নুযূল' শব্দটির অর্থ এ ছাড়া আর কিছু হতে পারে না যে হযরত মুহাম্মদ (সা:)ই ছিলেন সব রসূলের মাঝে মানবজাতির জন্য সবচেয়ে বেশি কল্যাণসাধনকারী রসূল। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (রাহ:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে সূরার ভূমিকা দ্রষ্টব্য)]

سُوْرَةُ الْحَدِيْدِ مَدَنِيَّةٌ وَّهِيَ مَعَ الْبَسْمَلَةِ ثَلٰثُوْنَ اٰيَةً وَّاَرْبَعُ رُكُوْعَاتٍ

সূরা আল্ হাদীদ-৫৭

মক্কী সূরা, বিসমিল্লাহ্‌সহ ৩০ আয়াত এবং ৪ রুক।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ①

১। [ক.]আল্লাহ্‌র নামে, যিনি পরম করুণাময়, অযাচিত-অসীম দানকারী (ও) বার বার কৃপাকারী।

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ②

২। আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যা-ই আছে (সবাই) আল্লাহ্‌র [খ.]পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করছে[২৯৮১]। আর তিনি মহাপরাক্রমশালী (ও) পরম প্রজ্ঞাময়।

لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ③

৩। আকাশসমূহের ও পৃথিবীর আধিপত্য তাঁরই। তিনি জীবিত করেন এবং [গ.]মৃত্যু দেন[২৯৮২]। আর তিনি সব বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ④

৪। তিনিই আদি[২৯৮৩] ও অন্ত[২৯৮৪]। আর তিনিই প্রকাশ্য[২৯৮৫] ও গুপ্ত[২৯৮৬]। আর তিনিই সব বিষয়ে সর্বজ্ঞ।

هُوَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْاَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيْهَا ۚ وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ⑤

৫। তিনিই আকাশসমূহ ও পৃথিবী ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। এরপর তিনি আরশে অধিষ্ঠিত হলেন। পৃথিবীতে যা প্রবেশ করে এবং এ থেকে যা বের হয়, আকাশ থেকে যা অবতীর্ণ হয় এবং এতে যা উঠে যায় (সব)[২৯৮৭] তিনি জানেন। আর যেখানেই তোমরা যাও তিনি তোমাদের সাথে থাকেন। আর তোমরা যা-ই কর আল্লাহ্ তা পুরোপুরি দেখেন।★

দেখুন ঃ ক.১ঃ১ খ. ১৭ঃ৪৫; ২৪ঃ৪২; ৬১ঃ২; ৬২ঃ২; ৬৪ঃ২; ঘ. ৩ঃ১৫৭; ৭ঃ১৫৯; ৪৪ঃ৯ ঘ. ৭ঃ৫৫; ১১ঃ৮; ২৫ঃ৬০; ৩২ঃ৫ ং. ৩৪ঃ৩।

২৯৮১। 'সাবাহা ফি হাওয়া-ইজিহি' মানে, সে নিজের জীবিকা অর্জনে বা নিজের কাজে ব্যস্ত ছিল। 'সাব্‌হ' দ্বারা নিজের কাজ করা বুঝায় কিংবা শীঘ্র সচেষ্টভাবে কাজ করা বুঝায়। 'সুবহানাল্লাহ্' কথাটি দ্বারা তাড়াতাড়ি আল্লাহ্‌র আশ্রয় নেয়া ও তাঁর আনুগত্য করা বুঝায়। এই শব্দটির মূল ধাতু দৃষ্টে ক্রিয়া-বিশেষ্য তস্‌বীহ (সাবাহা থেকে উৎপন্ন) অর্থে 'আল্লাহ্‌কে অপূর্ণতা ও ত্রুটি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত বলে ঘোষণা করা' বুঝায় এবং সাথে সাথে 'সুব্‌হানাল্লাহ্' বলে আল্লাহ্‌র খেদমতে হাজির হওয়া ও আনুগত্য স্বীকারও বুঝায়(লেইন)। অতএব এই আয়াতের তাৎপর্য হলোঃ এই বিশ্বজগতের প্রত্যেকটি বস্তু নিজের নির্ধারিত কাজ নিয়মিতভাবে, সঠিক সময়ে করে যাচ্ছে। আল্লাহ্‌র দেয়া শক্তি-সামর্থ্য ব্যবহার করে নিজের সৃষ্টির উদ্দেশ্য এমন সঠিক ও বিস্ময়করভাবে সম্পাদন করছে যে তা দেখে স্বতঃই মনে হয়, এই মহাবিশ্বের পরিকল্পনাকারী ও নির্মাণকর্তা কত মহাশক্তিধর ও সর্বজ্ঞ! সমগ্র মহাবিশ্ব একীভূতরূপে এবং প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তু নিজ নিজ কর্মবলয়ে এই অনস্বীকার্য সত্যেরই সাক্ষ্য বহন করে যে আল্লাহ্ তাআলার সৃষ্টিকর্ম কত সুষমামণ্ডিত, সকল দিক দিয়ে কত ত্রুটিমুক্ত ও তুলনাহীন! 'তস্‌বীহ' এর অর্থ ও তাৎপর্য এটাই।

২৯৮২। নির্মাণ ও ধ্বংসের প্রক্রিয়া একই সঙ্গে প্রতি মুহূর্তে, প্রতি বস্তুতে, সারা বিশ্ব জুড়ে অব্যাহত রয়েছে।

২৯৮৩। সব কিছুর আদি কারণ তিনিই।

২৯৮৪। সর্বশেষ ও চূড়ান্ত কারণও তিনিই।

২৯৮৫। তাঁর কাজের মাঝেই তিনি সুপ্রকাশিত, তিনি সবকিছুর ঊর্ধ্বে দেদীপ্যমান।

২৯৮৬। আল্লাহ্‌র জ্ঞানের বহির্ভূত কিছুই নেই অথবা তিনি সবকিছুই দেখেন, বুঝেন, শুনেন ও জানেন, কিন্তু তাঁকে পূর্ণভাবে জানা সম্ভব নয়।

২৯৮৭। এর অর্থ হলো, একমাত্র আল্লাহ্ তাআলাই জানেন কোন বিশেষ জাতির জন্য কখন কি ধরনের ঐশী শিক্ষার প্রয়োজন এবং তা বিকৃত হয়ে গেলে বা তার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলে কখন তা বাতিল করা আবশ্যক। আর তিনিই জানেন কখন নূতন 'শিক্ষা' অবতীর্ণ করা দরকার।

لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ ۝٦

৬। আকাশসমূহের ও পৃথিবীর [ক]আধিপত্য তাঁরই এবং সব বিষয় আল্লাহ্‌র দিকেই ফিরিয়ে নেয়া হয়।

يُوْلِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُوْلِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ ۚ وَهُوَ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ۝٧

৭। [খ]তিনি রাতকে দিনে প্রবেশ করান এবং দিনকে রাতে প্রবেশ করান। আর অন্তরের সব কথা তিনি পুরোপুরি জানেন।

اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ۚ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ۝٨

৮। তোমরা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আন। আর তিনি তোমাদের যা কিছুর উত্তরাধিকারী করেছেন তা থেকে খরচ কর। আর তোমাদের মাঝে যারা ঈমান আনে এবং (আল্লাহ্‌র পথে) খরচ করে তাদের জন্য রয়েছে বড় পুরস্কার।

وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ۚ وَالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ لِتُؤْمِنُوْا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ اَخَذَ مِيْثَاقَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝٩

৯। আর তোমাদের কী হয়েছে, তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আন না? আর তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনার জন্য রসূল তোমাদের আহ্বান জানাচ্ছে, অথচ (হে আদম সন্তান! পূর্ব থেকেই) তিনি তোমাদের কাছ থেকে এক দৃঢ় অঙ্গীকার গ্রহণ করে রেখেছেন[২৯৮৮]। (ভাল হতো) তোমরা যদি ঈমান নিয়ে আসতে।

هُوَ الَّذِيْ يُنَزِّلُ عَلٰى عَبْدِهٖۤ اٰيٰتٍۢ بَيِّنٰتٍ لِّيُخْرِجَكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ۚ وَاِنَّ اللّٰهَ بِكُمْ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝١٠

১০। তিনিই তাঁর বান্দার প্রতি [গ]সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেন [ঘ]যেন তিনি অন্ধকার থেকে তোমাদের বের করে আলোর দিকে নিয়ে আসেন। আর নিশ্চয় আল্লাহ্‌ তোমাদের প্রতি অতি মমতাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

وَمَا لَكُمْ اَلَّا تُنْفِقُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ لَا يَسْتَوِيْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقٰتَلَ ۚ اُولٰٓئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ

১১। আর তোমাদের কী হয়েছে, তোমরা আল্লাহ্‌র পথে খরচ কর না, অথচ আকাশসমূহের ও পৃথিবীর উত্তরাধিকার আল্লাহ্‌রই?[২৯৮৯] যে ব্যক্তি (আল্লাহ্‌র পথে) বিজয়ের পূর্বে[২৯৯০] খরচ করেছে এবং যুদ্ধ করেছে তোমাদের কেউ তার সমান হতে পারে না। এরা মর্যাদায় তাদের চেয়ে অনেক বড় যারা

দেখুন ঃ ক. ২ঃ১০৮; ৭ঃ১৫৯ খ. ২২ঃ৬২; ৩১ঃ৩০; ৩৫ঃ১৪ গ. ২২ঃ১৭; ২৪ঃ৩৫; ৫৮ঃ৬ ঘ. ১৪ঃ৬; ৩৩ঃ৪৪।

★[আল্লাহ্‌ তাআলার আরশে অধিষ্ঠিত হওয়ার তাৎপর্য হলো, তিনি বিশ্বজগতের সব কাজ সম্পন্ন করার পর অবসরে চলে যাননি, বরং এর তত্ত্বাবধানের জন্য তিনি আরশে অধিষ্ঠিত হলেন। পৃথিবীতে যত কাজ বাহ্যত নিজে নিজে সম্পন্ন হচ্ছে বলে আমরা দেখি, আল্লাহ্‌ তাআলার আদেশে অগণিত ফিরিশ্‌তা এগুলোর তত্ত্বাবধান করছেন। ইয়া'লামু মা ইয়ালিজু ফিল আরযি ওয়ামা ইয়াখরিজু মিনহা অর্থাৎ সব সময় কিছু না কিছু আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে এবং কিছু না কিছু নিচে নেমে আসছে। এরূপ কিছু বাষ্প রয়েছে যা পৃথিবীর দিকে ফেরৎ পাঠানো হয়। কিন্তু এরূপ কিছু তেজস্ক্রিয় ও চৌম্বক রশ্মি রয়েছে, যা ওপরে উঠে পৃথিবীর সীমানা পেরিয়ে বের হয়ে যায়। এভাবে আকাশ থেকে উল্কা ও তেজস্ক্রিয় রশ্মি পৃথিবীতে অনবরত বর্ষিত হচ্ছে। এ বিষয়ে অনবরত গবেষণা চলছে। অনেক কিছু জানার পরও আকাশ থেকে নেমে আসা অধিকাংশ রশ্মি সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা জানতে পারেননি। এ বিষয়টি মহানবী (সা:) এর যুগে কোন মানুষের ধারণাতেও আসতে পারতো না। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২৯৮৮। এই আয়াতে বর্ণিত 'অঙ্গীকার' বলতে মানুষের প্রকৃতির মধ্যে সৃষ্টিকর্তার প্রতি যে স্বাভাবিক বিশ্বাস এবং তাঁর নৈকট্যলাভের যে স্বাভাবিক আকুতি ও প্রেরণা আল্লাহ্‌ তাআলা তাঁর প্রকৃতিতে প্রোথিত করে দিয়েছেন, তা-ই বুঝিয়েছে (৭ঃ১৭৩ এবং ১০৭০ টীকা দ্রষ্টব্য)।

২৯৮৯। মানুষের পার্থিব সম্পদ পৃথিবীতেই ছেড়ে যেতে হবে। বস্তুত এগুলোর মালিক আল্লাহ্‌।

২৯৯০। মক্কা-বিজয় অথবা হুদায়বিয়ার সন্ধি।

الَّذِيْنَ اَنْفَقُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَقٰتَلُوْا ؕ وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ؕ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿١١﴾

(বিজয়ের) ক.পরে খরচ করেছে এবং যুদ্ধ করেছে। আর (এদের) প্রত্যেককেই আল্লাহ্‌ উত্তম (প্রতিদানের) প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আর তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ্‌ সদা অবহিত।

১ [১১] ১৭

مَنْ ذَا الَّذِيْ يُقْرِضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضٰعِفَهٗ لَهٗ وَلَهٗۤ اَجْرٌ كَرِيْمٌ ﴿١٢﴾

১২। গ.কে আছে, যে আল্লাহ্‌কে উত্তম ঋণ দিবে? তাহলে তিনি তা তার জন্য বাড়িয়ে দিবেন এবং তার জন্য এক সম্মানজনক পুরস্কারও রয়েছে।

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ يَسْعٰى نُوْرُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَبِاَيْمَانِهِمْ بُشْرٰىكُمُ الْيَوْمَ جَنّٰتٌ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ؕ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴿١٣﴾

১৩। যেদিন তুমি মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদের দেখতে পাবে যে গ.তাদের নূর তাদের সামনে এবং তাদের ডান দিকে দ্রুত চলছে (সেদিন তাদের বলা হবে) 'আজ তোমাদের এমন জান্নাতসমূহের সুসংবাদ দেয়া হচ্ছে যার পাদদেশ দিয়ে নদনদী বয়ে যায়। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। এটা মহান সফলতা।'★

يَوْمَ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالْمُنٰفِقٰتُ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوا انْظُرُوْنَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُّوْرِكُمْ ۚ قِيْلَ ارْجِعُوْا وَرَآءَكُمْ فَالْتَمِسُوْا نُوْرًا ؕ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُوْرٍ لَّهٗ بَابٌ ؕ بَاطِنُهٗ فِيْهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهٗ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ﴿١٤﴾

১৪। যেদিন মুনাফিক পুরুষরা ও মুনাফিক নারীরা মু'মিনদের বলবে, 'আমাদের দিকে (একটু) দৃষ্টি দাও যাতে আমরা তোমাদের নূর থেকে কিছু কল্যাণ পেতে পারি'[২৯৯১] (সেদিন তাদের) বলা হবে, 'তোমরা (পারলে) নিজেদের পিছনে (অর্থাৎ ইহজগতে) ফিরে যাও[২৯৯২] এবং (সেখানে) কোন নূর খোঁজ কর।' এরপর তাদের (উভয়ের) মাঝে এমন এক প্রাচীর তুলে[২৯৯৩] দেয়া হবে যার দরজা হবে একটি। এর অন্তর্ভাগে থাকবে রহমত এবং এর বহির্ভাগে থাকবে আযাব।

দেখুন ঃ ক. ৪ঃ৯৬; ৯ঃ২০ খ. ২ঃ২৪৬; ৬৪ঃ১৮; ৭৩ঃ২১ গ. ৬৬ঃ৯

★[হেদায়াতপ্রাপ্ত হওয়ার ফলে মু'মিনরা নূর লাভ করবে। আর ডান দিক বলতেও হেদায়াতকেই বুঝায়। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

২৯৯১। 'তোমাদের নূর' অর্থ তোমাদের বিশ্বাস ও ঈমান এবং সৎকর্মের আলো, অথবা তোমাদের আল্লাহ্‌ সম্পর্কীয় ইহকালীন উপলব্ধি ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভজনিত আলো।

২৯৯২। 'ওয়ারাআকুম' ইহজগতকে বুঝাতে পারে।

২৯৯৩। 'প্রাচীর' অর্থ ইসলামের বা কুরআনের প্রাচীর, যা মু'মিন ও কাফিরকে পৃথক করে। যেহেতু কাফিররা এই প্রাচীরের বাইরে রয়েছে. সেই কারণে তাদের এই বাইরে থাকার কাজটি পরকালে প্রাচীরের আকার ধারণ করে তাদেরকে বাইরে যন্ত্রণাদায়ক স্থানে আটকে রাখবে। তারা ভিতরে শান্তির স্থানে আসতে পারবে না।

يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ ﴿١٥﴾

১৫। এসব (মুনাফিক) তাদের (অর্থাৎ মু'মিনদের) উচ্চস্বরে ডেকে বলবে, 'আমরা কি (দুনিয়াতে) তোমাদের সাথে ছিলাম না?' তারা (অর্থাৎ মু'মিনরা) বলবে, 'হ্যাঁ, কেন নয়? কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজেদের বিপদগ্রস্ত করেছ এবং তোমরা (আমাদের ধ্বংসের) অপেক্ষায় ছিলে ও সংশয়ে পড়েছিলে এবং কামনাবাসনা তোমাদের প্রতারিত করে আসছিল। অবশেষে আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্ত এসে গেল[২৯৯৪]। আর শয়তান আল্লাহ্‌ সম্পর্কে তোমাদের মারাত্মক ধোঁকায় ফেলে রেখেছিল।

فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ مَأْوَاكُمُ النَّارُ ۖ هِيَ مَوْلَاكُمْ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٦﴾

১৬। সুতরাং আজ তোমাদের (অর্থাৎ মুনাফিকদের) এবং অস্বীকারকারীদের কাছ থেকে কোন মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে না। তোমাদের ঠাঁই হলো আগুন। এ-ই হলো তোমাদের বন্ধু[২৯৯৫] এবং তা কতই মন্দ গন্তব্যস্থল'।

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿١٧﴾

১৭। যারা ঈমান এনেছে তাদের হৃদয় আল্লাহ্‌কে স্মরণ করার এবং যে সত্য অবতীর্ণ হয়েছে এর জন্য ভয়ে বিনত হওয়ার এবং যাদেরকে পূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিল তাদের মত না হয়ে যাওয়ার সময় কি এখনো তাদের আসেনি? কিন্তু এ (কিতাবধারীদের) ওপর (আল্লাহ্‌র কৃপা অবতীর্ণ হওয়ার) ক.যুগ দীর্ঘ হয়ে যাওয়ার দরুন এদের খ.অন্তর কঠিন হয়ে গিয়েছিল। আর এদের অনেকেই ছিল দুষ্কৃতকারী।

اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٨﴾

★ ১৮। জেনে রাখ, পৃথিবীকে এর মৃত্যুর পর আল্লাহ্‌ গ.জীবিত করেন। আমরা তোমাদের জন্য নিদর্শনাবলী সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছি যেন তোমরা বুঝতে পার।

إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١٩﴾

১৯। নিশ্চয় যেসব পুরুষ ও মহিলা দান করে এবং যারা আল্লাহ্‌কে ঘ.অতি উত্তম ঋণ দেয় তাদের জন্য তা বাড়িয়ে দেয়া হবে এবং তাদের জন্য রয়েছে এক সম্মানজনক প্রতিদান।

দেখুন ঃ ক. ২১ঃ৪৫ খ. ২ঃ৭৫; ৬ঃ৪৪ গ. ৩৫ঃ১০ ঘ. ২ঃ২৪৬।

২৯৯৪। "আমরুল্লাহ্‌" এখানে ঐশী শাস্তি বুঝায়।

২৯৯৫। "এ-ই হলো তোমাদের বন্ধু" কথাটি ব্যাঙ্গক্তি বলে মনে হয়। অথবা এর অর্থ এই হতে পারে ঃ দোযখের আগুন তোমাদের ইহলৌকিক পাপ-কর্মের কলঙ্ক-কালিমা থেকে তোমাদেরকে মুক্ত ও পবিত্র করে তোমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির সহায়ক হবে এবং এইরূপে দোযখের আগুন বন্ধুর কাজ করবে।

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖٓ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصِّدِّيْقُوْنَ ۚ وَالشُّهَدَآءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ ۗ لَهُمْ اَجْرُهُمْ وَنُوْرُهُمْ ۗ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَآ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَحِيْمِ ۝٢٠

২০। আর যারা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলদের প্রতি ঈমান এনেছে, এরাই হলো এদের প্রভু-প্রতিপালকের দৃষ্টিতে সিদ্দীক ও শহীদ। এদের জন্য রয়েছে এদের প্রতিদান ও নূর। আর যারা অস্বীকার করেছে এবং আমাদের আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করেছে এরাই হলো জাহান্নামী।

২ [৯] ১৮

اِعْلَمُوْٓا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ ۚ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا ۗ وَفِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۙ وَّمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ ۗ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ۝٢١

২১। জেনে রাখ, [ক]পার্থিব জীবন আমোদপ্রমোদ ও নিজ কামনাবাসনা পূর্ণ করার এমন মাধ্যম যা (মহান উদ্দেশ্য) থেকে উদাসীন করে দেয় এবং (এ পার্থিব জীবন) সাজসজ্জা, পরস্পর অহংকার প্রদর্শন, ধনসম্পদ ও সন্তানসন্ততির ক্ষেত্রে পরস্পর এগিয়ে যাওয়ার প্রতিযোগিতা মাত্র। (এ জীবন) সেই বৃষ্টির দৃষ্টান্তের ন্যায় যার (মাধ্যমে উৎপাদিত) সবুজ শ্যামল ফসল কৃষককে আনন্দিত করে। এরপর তা অন্দোলিত হতে থাকে। এরপর তুমি একে হলুদ বর্ণ ধারণ করতে দেখ। [খ]এরপর তা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। আর (এরূপ দুনিয়াদারদের জন্য) পরকালে রয়েছে কঠোর আযাব এবং (সৎকর্মশীলদের জন্য) রয়েছে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। আর পার্থিব জীবন তো কেবল প্রতারণাপূর্ণ সাময়িক সুখস্বাচ্ছন্দ্য মাত্র।

سَابِقُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ۙ اُعِدَّتْ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ۗ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۝٢٢

★ ২২। [গ]তোমাদের প্রভু-প্রতিপালকের ক্ষমা এবং সেই জান্নাত লভের ক্ষেত্রে একে অন্যের সাথে প্রতিযোগিতা কর যার (অর্থাৎ জান্নাতের) বিস্তৃতি আকাশ ও পৃথিবীর বিস্তৃতির ন্যায়[২৯৯৬]। এটি তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে যারা আল্লাহ্‌ ও তাঁর রসূলদের প্রতি ঈমান আনে। এ হলো আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ। তিনি যাকে চান তাকে তা দান করেন। আর আল্লাহ্‌ মহা অনুগ্রহের অধিকারী।

مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِىْٓ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا ۗ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ۝٢٣

২৩। পৃথিবীর ওপর অথবা তোমাদের ওপর যে বিপর্যয়ই নেমে আসে তা আমরা প্রকাশ করার পূর্বেই এক কিতাবে[২৯৯৬-ক] (তা লিপিবদ্ধ করে) রেখেছি। নিশ্চয় এ (কাজটি) আল্লাহ্‌র জন্য অতি সহজ।

দেখুন ঃ ক. ৬ঃ৩৩; ২৯ঃ৬৫; ৪৭ঃ৩৭ খ. ৫৬ঃ৬৬ গ. ৩ঃ১৩৪।

২৯৯৬। 'আরয' মানে মূল্য ও ব্যাপকতা। এই হিসাবে আয়াতটির তাৎপর্য হলো (ক) পরলোক ধর্মপরায়ণদের পুরস্কার অপরিসীম ও অগণিত। আকাশমালা, পৃথিবী এবং সমস্ত স্থান, শূন্য-মহাশূন্য জুড়ে বিস্তৃত রয়েছে বেহেশ্‌ত এমনিক দোযখও এরই আওতাভুক্ত। এতে বুঝা যায় যে বেহেশ্‌ত ও দোযখ দুটো পৃথক স্থান বিশেষ নয়. বরং মনের দুটো পৃথক পৃথক অবস্থা। কুরআনে বর্ণিত বেহেশ্‌ত-দোযখের স্বরূপ সম্বন্ধে মহানবী (সাঃ) এর একটি প্রসিদ্ধ হাদীস সঠিক ধারণা দেয়। একবার নবী করীম (সাঃ) কে সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'বেহেশত যদি তার স্বীয় ব্যাপকতার মধ্যে আকাশমালা ও পৃথিবীকে ছেয়ে ফেলে তাহলে দোযখের স্থান কোথায়? রসূলুল্লাহ্‌ (সাঃ) উত্তর দিয়েছিলেন, "রাত্রি কোথায় থাকে, যখন দিনের আগমন হয়" (কাসীর)

২৯৯৬-ক। কিতাব দ্বারা ঐশী বিধান বা ঐশী জ্ঞানকে বুঝাতে পারে। অতএব আয়াতটির তাৎপর্য হলো, প্রত্যেক বস্তুই নিয়মের অধীন। কিতাব দ্বারা কুরআনকেও বুঝায়। অতএব এই আয়াতের অর্থ হতে পারে, ব্যক্তি বা জাতির দুঃখ-দুদর্শার কারণ ও প্রতিকার কুরআনে রয়েছে।

لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوْا بِمَآ اٰتٰىكُمْ ۗ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرِ ۙ﴿٢٣﴾

২৪। [ক](স্মরণ রেখো এমনটি হওয়াই আল্লাহ্‌র অমোঘ বিধান) যাতে তোমাদের কাছ থেকে যা হারিয়ে গেছে তাতে তোমরা দুঃখ না কর এবং তিনি তোমাদের যা দিয়েছেন তাতে দম্ভ করো না। আর আল্লাহ্‌ অহংকারীকে (ও) অতি দাম্ভিককে পছন্দ করেন না

الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ۗ وَمَنْ يَّتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ ﴿٢٤﴾

২৫। (অর্থাৎ) [খ]যারা কার্পণ্য করে এবং মানুষকেও কার্পণ্য করার শিক্ষা দেয়। আর যে মুখ ফিরিয়ে নেয়, (সে জেনে রাখুক) নিশ্চয় আল্লাহ্‌ স্বয়ংসম্পূর্ণ (ও) পরম প্রশংসার অধিকারী।

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ۚ وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَاْسٌ شَدِيْدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ وَرُسُلَهٗ بِالْغَيْبِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ ﴿٢٥﴾ ع ٣ ١٩

★ ২৬। নিশ্চয় আমরা [গ]সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ আমাদের রসূলদের পাঠিয়েছি এবং তাদের সাথে কিতাব এবং মানুষকে ন্যায়বিচারে প্রতিষ্ঠিত থাকার জন্য [ঘ]ন্যায়বিচারের তুলাদন্ডও[২৯৯৭] অবতীর্ণ করেছি। আর আমরা লোহাও[২৯৯৮] অবতীর্ণ করেছি। এতে রয়েছে যুদ্ধের মারাত্মক উপকরণ এবং মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ। আর (এর সব কিছুর উদ্দেশ্য হলো) তিনি যেন তাদের স্বতন্ত্র করে দিতে পারেন যারা আল্লাহ্‌কে না দেখে তাঁকে ও তাঁর রসূলদের সাহায্য করে। নিশ্চয় আল্লাহ্‌ মহাশক্তিধর (ও) মহাপরাক্রমশালী।

৩ [৬] ১৯

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوْحًا وَّاِبْرٰهِيْمَ وَجَعَلْنَا فِيْ ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ فَمِنْهُمْ مُّهْتَدٍ ۚ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿٢٦﴾

২৭। আর নিশ্চয় আমরা নূহ এবং ইব্‌রাহীমকে(ও) পাঠিয়েছিলাম এবং উভয়ের বংশধরদের মাঝে নবুওয়ত ও [ঙ]কিতাব অর্পণ করেছিলাম। আর তাদের মাঝে হেদায়াতপ্রাপ্তরাও ছিল। কিন্তু তাদের অধিকাংশই ছিল বিপথগামী।★

দেখুন ঃ ক. ৩ঃ১৫৪ খ. ৪ঃ৩৮ গ. ৭ঃ১০২; ১৪ঃ১০; ৩৫ঃ২৬ ঘ. ৪২ঃ১৮; ৫৫ঃ৮ ঙ. ২৯ঃ১৮।

২৯৯৭। 'মীযান' দ্বারা বুঝানো হচ্ছে ঃ (ক) সমতা ও ন্যায়নীতি, যা মানুষের সকল পারস্পরিক কাজ-কর্মে পালন করা অবশ্য কর্তব্য (ফরয), (খ) সঠিক মাপকাঠি, যা দিয়ে মানুষের কর্মকাণ্ডকে পরিমাপ করা, ওজন করা, মূল্যায়ন করা ও বিচার করা যায়, (গ) ভারসাম্যের তূলাদণ্ড, যা সারা বিশ্ব-জগতে ক্রিয়াশীল থেকে সকল বস্তুর মধ্যে সুসম্পর্ক বজায় রেখেছে, (ঘ) মহানবী (সাঃ) এর কার্যধারা ও আল্লাহর কিতাব (কুরআন), (ঙ) মধ্যপথ অবলম্বন ও সীমালংঘন পরিত্যাগ, (চ) নিরীক্ষণ ও অভিজ্ঞতা-ভিত্তিক বিচার-বুদ্ধি ও যুক্তি।

২৯৯৮। 'আল্‌ হাদীদ' (লৌহ) এমন একটা ধাতু যা মানুষের উন্নতি ও অগ্রগতির ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা অধিক অবদান রেখেছে এবং মানব-সভ্যতার সর্বাধিক প্রসার ঘটিয়েছে। এই শব্দটির অন্য তাৎপর্য হলো মানব-সমাজের অস্তিত্ব রক্ষাকারী নিয়ম-নীতিকে মানার জন্য মানুষকে বাধ্য করার শক্তি। অতএব এই আয়াত বুঝাচ্ছে যে আল্লাহ্‌ তাআলা তিনটি বিষয় পাঠিয়েছেনঃ (ক) ঐশী আইন-কানুন, (খ) মানব সমাজের সুষম সম্পর্ক রক্ষার পদ্ধতি, (গ) এমন রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যা ঐশী আইন-কানুন মেনে চলতে বাধ্য করে।

★ ['ফাসেক' অর্থ বিপথগামী। দেখুন আল মুনজিদ। (হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌ রাবে' (রাহে:) কর্তৃক উর্দূতে অনূদিত কুরআন করীমে প্রদত্ত টীকা দ্রষ্টব্য)]

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰٓ اٰثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَاٰتَيْنٰهُ الْاِنْجِيْلَ ۙ وَجَعَلْنَا فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ رَاْفَةً وَّرَحْمَةً ۭ وَرَهْبَانِيَّةَ ۨ ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنٰهَا عَلَيْهِمْ اِلَّا ابْتِغَاۗءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۚ فَاٰتَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْهُمْ اَجْرَهُمْ ۚ وَكَثِيْرٌ مِّنْهُمْ فٰسِقُوْنَ ﴿٢٧﴾

★ ২৮। এরপর [ক] তাদের অনুসরণে আমরা পর্যায়ক্রমে আমাদের রসূলদের পাঠিয়েছিলাম এবং মরিয়মের পুত্র ঈসাকেও (তাদের) পরে পাঠিয়েছিলাম। আর তাকে আমরা ইন্‌জীল দান করেছিলাম এবং তার অনুসারীদের [খ] হৃদয়ে আমরা কোমলতা ও দয়ামায়া সৃষ্টি করেছিলাম। আর তারা যে সন্ন্যাসবাদ প্রবর্তন করেছিল এর নির্দেশ আমরা তাদের দেইনি। তবে আমরা কেবল আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভেরই[২৯৯৯] (নির্দেশ দিয়েছিলাম)। কিন্তু তারা এ (নির্দেশ) যথাযথভাবে পালন করেনি। এরপর তাদের মাঝে যারা ঈমান এনেছিল (এবং সৎকাজ করেছিল) আমরা তাদের প্রতিদান দিয়েছিলাম। কিন্তু তাদের অধিকাংশই ছিল দুষ্কৃতকারী।

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَاٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهٖ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهٖ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۭ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٩﴾

২৯। হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর এবং তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আন। তিনি নিজ কৃপা থেকে তোমাদের দ্বিগুণ অংশ দিবেন এবং তোমাদের এক জ্যোতি দান করবেন যার সাহায্যে তোমরা চলবে। আর তিনি তোমাদের ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ্‌ অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী।

দেখুন ঃ ক. ২ঃ৮৮; ৫ঃ৪৭ খ. ৫ঃ৮৩

২৯৯৯। আয়াতটিতে বলা হয়েছে যে, ঈসা (আঃ) এর অনুসারী খৃষ্টানেরা আল্লাহ্‌ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জনের উপায় হিসাবে 'বৈরাগ্য' প্রথার আবিষ্কার করে, অথচ আল্লাহ্‌ তাআলা এরূপ করার নির্দেশ দেননি। আয়াতটির অর্থ এও হতে পারেঃ খৃষ্টানরা 'বৈরাগ্য' আবিষ্কার করে, আল্লাহ্‌ বৈরাগ্য অবলম্বনের কোন আদেশ দেননি তিনি কেবল তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনেরই আদেশ দিয়েছিলেন। ২৬ আয়াতে আল্লাহ্‌ তাআলা কর্তৃক 'আল্‌ মীযান' পাঠানোর কথা বলা হয়েছে, যাতে মানুষ চরম ও হঠকারী পন্থা পরিতাগপূর্বক সকল কর্মে ও সকল ব্যাপারেই সুখকর মধ্যপথ অবলম্বন করে। এই আয়াতে খৃষ্টান জাতির উদাহরণ দিয়ে বুঝানো হচ্ছে যে যত সদুদ্দেশ্যই হোক না কেন, খৃষ্টানেরা এই চরম পন্থা অবলম্বনের দ্বারা তাদের আসল লক্ষ্য খোদার সন্তুষ্টি অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। তারা এই ভুল-চিন্তা দ্বারা চালিত হয়ে সন্ন্যাস-প্রথা আবিষ্কার করেছিল যে এই পথেই বুঝি তারা আল্লাহ্‌ তাআলার নৈকট্য ও প্রসাদ লাভে সমর্থ হবে। তারা আরো ভেবেছিল, অবিবাহিত যীশুর শিক্ষা ও আচরণ বুঝি এটাই। কিন্তু এটা মস্তবড় সামাজিক অকল্যাণ ডেকে এনেছে, বহু অনর্থের মূলে রয়েছে খৃষ্টানদের এই ভ্রান্ত কুপ্রথা। "বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি" বলে তারা আরম্ভ করেছিল, আর সুখ-সম্ভোগ ও সম্পদ-উপাসনায় নিমগ্ন হয়ে তারা সমাপ্তি ঘোষণা করলো। ইসলাম এই সন্ন্যাস প্রথাকে মোটেই গুরুত্ব দেয়নি, বরং নিন্দা করে একে জীবন থেকে নির্বাসন দিয়েছে। কেননা এটা মানব-প্রকৃতির সম্পূর্ণ পরপন্থী। মহানবী (সাঃ) বলেছেন, "ইসলামে বৈরাগ্য নেই" (আসীর)। ইসলাম সেই সব স্বপ্নপ্রিয় ধর্ম নয় যারা রূঢ় বাস্তব জগত থেকে নিজেদেরকে দূরে বহু দূরে সরিয়ে নিয়ে নিজ নিজ ধ্যান-ধারণার কল্পনা জগতে আশ্রয় নেয়। ইসলামে এররূপ অবান্তর শিক্ষারও কোন মুল্য নেই যেমন, "কল্যাণের নিমিত্ত ভাবিত হইওনা না" (মথি ৬ঃ৩৪)। বরং ইসলাম অত্যন্ত জোরের সাথে প্রত্যেক মুসলিমকে তাকিদ দেয় "সে যেন এ বিষয়ে যথেষ্ট মনোযোগ দেয় যে আগামী কালের জন্য সে কি (আমল) পাঠাচ্ছে।" প্রকৃত মুসলিম সেই ব্যক্তি, যে সমভাবে ও সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্‌র প্রতি ও মানুষের প্রতি তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে।

لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتٰبِ أَلَّا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ
مِّنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ
مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ۝٣٠ ع

৩০। (এ কথা আমরা এ জন্য বলছি) আহলে কিতাব যেন (এটা) মনে না করে বসে আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ লাভের কোন অধিকার তাদের (অর্থাৎ মুসলমানদের) নেই[৩০০০], [ক]বরং (তারা যেন এটা মনে করে) সব অনুগ্রহ আল্লাহ্‌রই হাতে। তিনি
৪ [৪] যাকে চান তা দান করেন। আর আল্লাহ্‌ মহা অনুগ্রহের
২০ অধিকারী।

দেখুন ঃ ক. ২ঃ১০৬; ৩ঃ৭৪।

৩০০০। তাহলে কিতাব (ইহুদী ও খৃষ্টান) তাদের মন থেকে এই কথা সম্পূর্ণ মুছে ফেলুক যে একমাত্র তারাই আল্লাহ্‌ তাআলার অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টিভাজন। তারা জেনে রাখুক, আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহকে ফিরিয়ে নিয়ে এখন অন্য জাতিকে তথা মুসলিম উম্মাহ্‌কে তা দান করেছেন।